প্রথম আলো

তারিখ ... 11 OCT 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রজোটের ক্ষেত্রে লাঠিপেটা সবই করতে পারে ছাত্রলীগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ মিছিল ও সভা-সমাবেশ করে, প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয়। পুলিশ তাতে বাধা দেয় না। কিন্তু প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনসহ অন্যরা কোনো কর্মসূচি দিলেই পুলিশ তাদের ওপর হামলা চালায়।

প্রগতিশীল ছাত্রজোটের মিছিলে গতকাল বুধবারও লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ওপর গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে তারা এই মিছিল বের করে। পুলিশের লাঠিপেটায় আটজন নেতা-কর্মী আহত হন। পুলিশ পাঁচজনকে আটক করে থানায় নিলেও পরে ছেড়ে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বর থেকে ছাত্রজোট মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে গেলে পুলিশ লাঠিপেটা শুরু করে।

তবে গত ১১ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে পুলিশের সামনেই ছাত্রদলের মিছিলে হামলা করে। ১৭ সেপ্টেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর ছাত্রলীগ রাতেই সশস্ত্র মিছিল করে।

২ অক্টোবর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ শিবিরকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে পিস্তল উঁচিয়ে গুলি ছোড়েন। পরদিন ছাত্রলীগের মিছিলে ক্যাম্পাসের বাইরের ছাত্রনেতারাও অংশ নেন। মিছিল শেষে ক্যাম্পাসে তাঁরা সমাবেশ করেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ অক্টোবর শিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় ছাত্রলীগের এক কর্মী পিস্তলে গুলি ভরছেন ● ফাইল ছবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক উৎসব মোসাদ্দেক বলেন, 'ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। এমনকি অস্ত্র নিয়ে অন্য দলের ওপর হামলা চালাচ্ছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এমনকি ছাত্রশিবির, ক্যাম্পাসে মহড়া দিলেও পুলিশ তাদের বাধা দেয়নি।'

রাজশাহী মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মনিরুজ্জামান বলেন, 'এটা ঠিক না যে, আমরা ছাত্রলীগকে ধরছি না। অন্যদের ধরছি। আসলে সেদিনের ঘটনাটি 'একটি অ্যাকসিডেন্ট'। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর চৌধুরী মুহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, 'আইন তো থাকেই। তবে ২ অক্টোবরের ঘটনার পর থেকে তা কড়াকড়ি করা হয়েছে।'